## আইপিও অনুমোদনের নীতিমালা ও পদ্ধতি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর মুখবন্ধ এবং ধারা ৮ (১) এ উল্লেখিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী অর্থাৎ আইনের বিধান এবং বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, সিকিউরিটির যথার্থ ইস্যু নিশ্চিতকরণ, সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষন এবং পুঁজি ও সিকিউরিটি বাজারের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও উক্ত আইনের ধারা ৮ (২) (৬) এ বর্ণিত সিকিউরিটি বা সিকিউরিটি বাজার সম্পর্কিত প্রতারণামূলক এবং অসাধু ব্যবসা বন্ধকরণের জন্য কমিশন বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখিত মূল কার্যাবলী বাস্তবায়নের পরিপূরক হিসাবে কমিশন পুর্জিবাজার সংক্রান্ত সংশ্রিষ্ট সকলের কার্যপরিধি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বিভিন্ন দেশের উন্নত পুঁজিবাজারে আর্জ্জাতিকভাবে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে বাংলাদেশেও Merit Based issue হতে Disclosure Based issue পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় যাতে কমিশনের দায়িত্ব Offer document এ ইস্যুকারীর সার্বিক চিত্রের প্রতিফলন নিশ্চিত করা। ইস্যুকারীর আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয় [Rules ও (2) (d), 8(B) (1) (h) and 8(20) of the Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006] এবং অন্যান্য বিষয়াবলী নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব ইস্যুয়ার এবং তদকর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ইস্যু ব্যবস্থাপকের উপর বর্তায় [Rules 3(2) (a), 8(B)(1)(h), 18(9) and Annexure-C of The Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006] । জমাকৃত কাগজপত্র এবং তথ্যের ভিত্তিতে Offer document এ পর্যাপ্ত বিভিন্ন কর মাধ্যমে জমাকৃত ইস্যু ও ইস্যুয়ার এর সার্বিক চিত্র প্রতিক্রপিত হয়েছে কি না তা যাচাই এর বিস্তারিত পদ্ধতি কমিশনের Public Issue Rules এবং Issue সংক্রান্ত অন্যান্য আদেশ/নির্দেশে বর্ণিত আছে। সংশ্রিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী Issue সংক্রান্ত প্রত্যেত্ত করা হয় নির্দিষ্ট Checklist এর ভিত্তিতে। যদি পর্যান্ত কাগজ এবং তথ্য সরবরাহ বা সন্নিরেশিত করা না হয় অথবা সন্নিরেশিত তথ্যে কোনরূপ অসংগতি থাকে, তাহলে কমিশন Issuer এবং ইস্যু ব্যবস্থাপক কে আরো কাগজ/তথ্য সরবরাহের জন্য লিখিতভাবে Deficiency পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে থাকে এবং কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় কাগজাদি জমাদান এবং Offer document এ পর্যান্ত তথ্য সন্নিরেশন এর পরেই কোন Issue অনুমোদিত হয়। এর ব্যত্যার হলে কমিশন Issue বাতিল করে থাকে।

২. সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্চ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর মুখবন্ধে অর্ডিন্যান্স প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, ".....for protection of investors, regulations of Capital Markets and issue and dealings in Securities and for matters ancillary thereto" যা বাস্তবায়ন করা কমিশনের দায়িত্ব।

উক্ত অর্ডিন্যান্স এর ২A (4) এ বলা হয়েছে, "While giving consent under sub-section (1) & (2) Commission shall not fix the price of the issue"

Sub-section (1) & (2) এ বলা আছে, (1) No company incorporated in Bangladesh shall, except with the consent of the Commission, make an issue of capital outside Bangladesh.

- (2) No company, whether incorporated in Bangladesh or not, shall, except with the consent of the Commission,-
  - (a) make an issue of capital in Bangladesh;
  - (b) make in Bangladesh any public offer of securities for sale;
  - (c) renew or postpone the date of maturity or repayment of any security maturing for payment in Bangladesh.

Section 2B(1) a বৰা আছে, "Control over prospectus and other documents.-(1) Every prospectus or other document offering for subscription or publicly offering for sale any securities shall, before its issuance, be submitted to The Commission for its examination, in such form and manner and containing such information as may be prescribed, and such prospectus or other document shall be issued only after the Commission permits its issuance on being satisfied that it has complied with all the requirements of this Ordinance or the rules and of any other law relating thereto:

Provided that the consent of the Commission to the issue or offer of the securities shall not absolve the responsibility of the issuer for the merit and accuracy of the offering.

সুতরাং, কমিশন জমাকৃত সমস্ত তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদি প্রচলিত বিধি-বিধানের আওতায় পরীক্ষান্তে ইস্যুর অনুমোদন দিলেও কোন ইস্যুর মূল্য নির্ধারণ করা বা ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যের যথার্থতা নিরুপন করা বা এতদসংক্রান্ত বিষয়গুলি নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব ইস্যুয়ার, তার নিরীক্ষক, ইস্যু ব্যবস্থাপক, অবলেখক এবং ইস্যুয়ার এর পরিচালকগণ এড়াতে পারেন না।

উক্ত অর্ডিন্যান্স এর ধারা 2F এবং 18 এ মিথ্যা তথ্য পরিবেশন এর উপর নিম্নোক্ত বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে,

" 2F False information.-No person shall, when complying with any requisition under section 2E or when making any application for consent or recognition to an issue of capital, give any information or make any statement which he knows, or has reasonable cause to believe, to be false or not true in any material particular."

"18 Prohibition of false statements, etc.-No person shall, in any document, paper, accounts, information or explanation which he is, by or under this Ordinance, required to furnish, or in any application made under this Ordinance, make any statement or give any information which he knows or has reasonable cause to believe to be false or incorrect in any material particular."

উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী কোন ইস্যুয়ার মূলধন উত্তোলনের সময় কোন প্রকার মিখ্যা তথ্য পরিবেশন বা মিখ্যা দলিল/কাগজ দাখিল করছে কিনা তা সাধ্যানুযায়ী যাচাই করা হয়। যদি প্রমাণিত হয় কোন ইস্যুয়ার বা উল্লেখিত কোন পক্ষ মূলধন উত্তোলণের সময় কোন মিখ্যা বা বিদ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করেছে বা কোন মিখ্যা দলিল দাখিল করেছে, কমিশন তাদের বিরুদ্ধে আইগত ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। উল্লেখিত কারণে অনেক ইস্যুর আবেদন বাতিল করা হয়েছে, আর্থিক জরিমানা এবং কার্যক্রমে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং কৌজদারী মামলাও দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও পুঁজি উত্তোলনের অনুমতি পত্রে ইস্যু এবং ইস্যু পরবর্তী Governance নিশ্চিতকরণের জন্য কমিশন অর্ডিন্যাল এর ধারা 2CC অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রতারোপ করে থাকে।

০৩। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্চ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) রুলস, ২০০৬ এ ইস্যু মূল্য নির্ধারণের জন্য বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে ইস্যুয়ার ও ইস্যু ব্যবস্থাপক ইস্যু মূল্যের স্বপক্ষে পর্যাপ্ত যৌক্তিকতা প্রদান করেছে কি না তা উক্ত বিধিমালার বিধি ৮(বি) (১৬) (১) (বি) এর আলোকে পূজ্ঞানুপূজ্ঞাভাবে যাচাই করেই প্রত্যেকটি পাবলিক ইস্যুর অনুমোদন প্রদান করা হয়ে থাকে। পক্ষপাতিত্বহীন ভাবে ইস্যুর মৌলিক ভিন্তি বিবেচনায় এবং Ordinance ও বিধিতে উল্লেখিত পদ্ধতির আলোকে প্রিমিয়াম পাওয়া বা না পাওয়া এবং ইস্যু মূল্যের স্বপক্ষে দাখিলকৃত যৌক্তিকতার যথার্থতা নিরূপন করেই ইস্যুর অনুমোদন দেয়া হয়।

০৪। আইন, অধ্যাদেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি সমূহের বাধ্যবাধকতা অনুসারে সিকিউরিটিজের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতি যথাযথ এবং যৌক্তিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা পুজ্ঞানুপুজ্ঞভাবে যাচাই এবং কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত deficiency পত্রে উল্লেখিত তথ্য সরবরাহ ও দালিলিক প্রমাণাদি দাখিল এর মাধ্যমে সীমাবদ্ধতাসমূহ দ্রীকরণ ও এগুলির যথার্থতা পর্যবেক্ষণের পরেই ইস্যু অনুমোদন করা হয়ে থাকে। ইস্যুয়ারের হিসাবে ব্যবহৃত উপান্তসমূহ যাচাই এবং সঠিকতা নিশ্চিতকরণ ইস্যুয়ার এবং এর নিরীক্ষকের দায়িত্ব। অন্যান্য দলিল/কাগজাদির সঠিকতার নিশ্চয়তা প্রদানের দায়িত্ব ইস্যুয়ার এবং ইস্যু ব্যবস্থাপকের। তবে দাখিলকৃত কাগজ, তথ্য, উপান্ত এবং আর্থিক প্রতিবেদনে কোন অসংগতি থাকলে ইস্যুয় অনুমোদন প্রদান করা হয় না। নিরীক্ষকদের শৃঙ্গলা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য Financial Reporting Act প্রণয়ন এবং Financial Reporting Council প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশন অনেক আগে থেকেই সরকারের নিকট সুপারিশ করে আসছে।

০৫। এছাড়াও কমিশন তালিকাভূক্ত ইস্যুয়ারদের জন্য ২০১২ সালে সংশোধিত Corporate Governance Guideline এবং অন্যান্য করণীয়সমূহ পাবলিক ইস্যুর পূর্বেই পরিপালনের জন্য ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। ইস্যুকারীর পরিচালক, ইস্যু ব্যবস্থাপক এবং অবলেখকগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন এই মর্মে Due diligence certificate প্রদান করে থাকে [Rules 3(1), 18(9) and 18(10), Annexure-A, C & D of the Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006]।

ইস্যুর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা পরিপালনে ব্যর্থতার কারণে কমিশন ২০১৩ ও ২০১৪ সালে মোট ১৮ আইপিও এবং ১৬টি রাইটস ইস্যুর আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। ভুল বা বিদ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশনের জন্য অনেক ইস্যুয়ার, ইস্যু ব্যবস্থাপক এবং নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে।